BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03010034

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 01| January 2025| e-ISSN: 2584-1890

নতুন শিক্ষানীতি ও প্রাথমিক শিক্ষা: পরিবর্তনের দিগন্ত

Vaswati Mahato

Student of D.El.Ed (2018-20), Debra Institute of Education and Technology,
Email: vaswatimahato@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP–2020) ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামোতে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এই নীতি শিশুর সামগ্রিক বিকাশ, দক্ষতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করেছে। ৫+৩+৩+৪ কাঠামোর মাধ্যমে প্রাথমিক ও শৈশবকালীন শিক্ষাকে ভিত্তি, প্রস্তুতি ও মধ্য পর্যায়ে ভাগ করে শিশুদের শিখনযাত্রাকে শিশু-কেন্দ্রিক, খেলা-ভিত্তিক ও অভিজ্ঞতামূলক করে তোলা হয়েছে। নীতিতে মাতৃভাষা ভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব, বহুভাষিক শিক্ষণ, কার্যভিত্তিক পাঠদান এবং প্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষার সংযোজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, শিক্ষক প্রশিক্ষণের আধুনিকায়ন, চার বছরের সমন্বিত B.Ed কোর্স, শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ, প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ নিয়োগ ও মূল্যায়নের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে। NEP–2020 শিক্ষাকে শুধু পাঠ্যবস্তু সরবরাহের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং শিক্ষকদের শিশু বিকাশের সহায়ক, অনুসন্ধান-উদ্দীপক, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তি সংযোগকারী এবং সমাজ পরিবর্তনের নেতা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য গ্রহণ করেছে। এই নীতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, বৈষম্য হ্রাস এবং প্রতিটি শিশুকে সমান সুযোগ প্রদান সম্ভবপর হয়েছে। এটি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে শিশু-কেন্দ্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

মূল শব্দ: *প্রাথমিক শিক্ষা, NEP–2020, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষণ।*

ভূমিকা:

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ২০২০ সালে ঘোষিত *নতুন শিক্ষানীতি (NEP–2020)* একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। স্বাধীনতার পর শিক্ষায় সবচেয়ে ব্যাপক ও কাঠামোগত সংস্কার হিসাবে এটি বিবেচিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা—যা জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তিস্তম্ভ—এই নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রটি নানা সমস্যা যেমন—শিশু দারিদ্র্য, অসম মানের বিদ্যালয় পরিকাঠামো, শিক্ষকের অভাব, শৈশবকালীন শিক্ষার গুরুত্বের প্রতি অমনোযোগ, শিক্ষার গুণগত মানের নিম্নগতি, ব্যর্থ মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। নতুন নীতি এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের সমাধানে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি, উন্নত কাঠামো এবং শিশুকেন্দ্রিক নীতিবোধের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে ভারতের নতুন শিক্ষানীতির অধীনে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আনা পরিবর্তন, সম্ভাবনা, নীতিগত লক্ষ্য, বাস্তবায়নজনিত বাধা এবং শিক্ষার বিস্তৃত দিগন্তের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হলো।

নীতিগত পটভূমি ও প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব (বিস্তৃত রূপ)

প্রাথমিক শিক্ষা একটি শিশুর সার্বিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করে। এই পর্যায়ে শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশ, ভাষা আয়ত্তের ক্ষমতা, গণনাশক্তি, যুক্তিবোধ, সামাজিক সম্পর্কবোধ, এবং নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের সূচনা হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে করা বিভিন্ন গবেষণায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে— যে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো যত সুদৃঢ়, সেই দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা ততই উন্নত। প্রাথমিক স্তরের ঘাটতি পরবর্তী শিক্ষাজীবনে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে, ফলে সার্বিক জাতীয় উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি হয়।

ভারতে ১৯৮৬ ও ১৯৯২ সালের শিক্ষানীতির পর তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে কোনো সামগ্রিক শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। এই দীর্ঘ সময়ে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে—গ্লোবালাইজেশন, ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তার, নতুন কর্মসংস্থানের ধরন, এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির উত্থান শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুনভাবে ভাবার প্রয়োজন তৈরি করে। কিন্তু পুরনো শিক্ষানীতি এসব পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারেনি।

এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP–2020) প্রণীত হয়, যার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং শিশুকেন্দ্রিক কাঠামোর মাধ্যমে পুনর্গঠন করা। নীতিটি স্বীকার করে যে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত না হলে উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন বা মানবসম্পদ সৃজন কোনোটিই কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সক্ষম ও প্রতিযোগিতামূলক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে NEP–2020 প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।

নতুন শিক্ষানীতি ২০২০: প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস

নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP–2020) ভারতের শিক্ষা কাঠামোতে এক মৌলিক রূপান্তরের সূচনা করেছে। বহু দশক ধরে বহুল প্রচলিত ১০+২ কাঠামো শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারাবাহিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক বৃদ্ধির পর্যায়গুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এ কারণে নীতিনির্ধারকরা শিশুর জৈবিক, মানসিক ও জ্ঞানীয় বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষাকাঠামোকে সংযুক্ত করার জন্য তৈরি করেন নতুন ৫+৩+৩+৪ কাঠামো, যা একটি আধুনিক, বৈজ্ঞানিক এবং শিশুকেন্দ্রিক পরিবর্তন।

এই কাঠামোতে প্রাথমিক ও শৈশবকালীন শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ গবেষণা দেখায়—শিশুর জীবনের প্রথম আট বছরই তার ভবিষ্যৎ শেখার ক্ষমতা, বুদ্ধিবিকাশ, আবেগীয় সাম্য ও ভাষাগত দক্ষতার ভিত্তি রচনা করে। NEP–2020 সেইজন্য শিক্ষার প্রথম পর্যায়টিকে চারটি পৃথক ধাপে ভাগ করে প্রতিটি ধাপে ভিন্ন শিক্ষণ–দর্শন ও পদ্ধতির কথা বলেছে।

(ক) ভিত্তি পর্যায় (Foundational Stage: মোট ৫ বছর)

এই পর্যায়ে ৩–৬ বছর বয়সী শিশুদের আঙ্গনওয়াড়ি ও প্রি-স্কুলে এবং ৬–৮ বছর বয়সীদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই স্তরের মূল দর্শন হলো—খেলার মাধ্যমে শেখা, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা, এবং ভাষাভিত্তিক শেখার বিকাশ। শিশু মনোবিজ্ঞানের আলোকে জানা যায়, অল্পবয়সী শিক্ষার্থীরা বিমূর্ত জ্ঞান সহজে আত্মস্থ করতে পারে না; তাদের শেখার প্রধান উপায় হলো খেলাধুলা, অনুসন্ধান, অনুকরণ এবং পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া। তাই এই স্তরে বই-নির্ভর কঠোর শিক্ষার পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে—

- খেলা–ভিত্তিক শিক্ষণ
- গল্প, ছড়া, গান, ছবি, নাট্যভিত্তিক ক্রিয়া
- পরিবেশভিত্তিক অভিজ্ঞতা
- ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ

- প্রাথমিক গণিত ও বোধগম্যতার অনুশীলন

এর ফলে শিশুর বিদ্যালয়ভীতি কমে, শেখার আনন্দ বাড়ে এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষা গ্রহণের মনস্তাত্ত্বিক শক্ত ভিত্তি তৈরি হয়।

(খ) প্রস্তুতি পর্যায় (Preparatory Stage: ৩ বছর)

৩ থেকে ৫ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাকে আরও কাঠামোগত, কার্যভিত্তিক এবং অনুসন্ধানমুখী করা হয়েছে। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বয়স ৮ থেকে ১১ বছরের মধ্যে—যা জটিল ধারণা বুঝে নেওয়ার একটি সঠিক সময়। তাই NEP–2020 এই স্তরে গুরুত্ব দিয়েছে—

- কার্যভিত্তিক শিক্ষণ (Activity-based learning)
- প্রকল্প ও দলগত কাজ
- চিত্র, মানচিত্র, মডেল ও হাতে–কলমে শিক্ষার বিস্তার
- গবেষণামূলক কৌতূহল ও প্রশ্ন করার অভ্যাস তৈরি
- শিল্প, ক্রীড়া ও সৃজনশীলতার বিকাশ

এই পর্যায় শিশুদের বাস্তব জীবনের সমস্যার সঙ্গে শিক্ষা যুক্ত করে, ফলে শেখা হয়ে ওঠে অর্থবহ, গভীর এবং স্থায়ী।

(গ) মধ্য পর্যায় (Middle Stage)

এই স্তরটি মূলত ৬ থেকে ৮ শ্রেণির বিস্তৃত ধারাবাহিকতা হলেও প্রাথমিক শিক্ষার রূপান্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শিশুর জ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়নের পাশাপাশি যৌক্তিকতা, বিশ্লেষণক্ষমতা, গণিত–বিজ্ঞান চেতনা, সমস্যা সমাধান এবং ধারণাগত ভিত্তির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই সময়ে বিমূর্ত ও জটিল বিষয় অনুধাবনে সক্ষম হয়, ফলে শিক্ষকদের লক্ষ্য থাকে—শুধু তথ্য দেওয়া নয়, বরং

- কীভাবে ভাবতে হয়,
- কীভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়,
- কীভাবে সমস্যা শনাক্ত ও সমাধান করতে হয়—এই দক্ষতাগুলি গঠন করা।

সার্বিক লক্ষ্য

প্রাথমিক শিক্ষার এই নতুন ধাপসমূহের মূল লক্ষ্য হলো—শিশুর সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করা এবং শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, আনন্দদায়ক, দক্ষতা–নির্ভর ও শিখনযোগ্য করে তোলা।

NEP–2020 একটি শিশুকে বইয়ের ভেতর বন্দি না রেখে তার চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত করে শেখার সুযোগ দেয়, যা ২১শতকের জ্ঞান–অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য।

ভাষানীতি ও বহুভাষিক শিক্ষা: শিশু–কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার গুরুত্বকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছে। ভাষা কেবল যোগাযোগ মাধ্যম নয়—এটি চিন্তা, বোধ, আবেগ, পরিচয় এবং জ্ঞানার্জনের প্রধান কাঠামো। তাই নীতিতে বলা হয়েছে—*"মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম অন্তত পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত।"* এই ঘোষণার পেছনে রয়েছে গভীর মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের যুক্তি।

শিশুরা যে ভাষায় জন্মের পর থেকেই চিন্তা করে, অনুভব করে এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়—সেই ভাষা তাদের শেখার প্রাকৃতিক মাধ্যম। যখন শিক্ষার ভাষা শিশুর কাছে পরিচিত হয়, তখন তার বোধগম্যতা বৃদ্ধি পায়, প্রশ্ন করার প্রবণতা বাড়ে, শেখার প্রতি আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়, এবং জটিল বিষয়ও সহজে আত্মস্থ করা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার ফলে Cognitive Development দ্রুত হয় এবং শিশু গভীরভাবে ধারণা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

ভারতের ভাষিক বৈচিত্র্য—আদিবাসী ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা, উপভাষা—সবই সাংস্কৃতিক সম্পদের অংশ। এই বৈচিত্র্য প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হলে বিদ্যালয় শিশুদের কাছে হয়ে ওঠে ঘরোয়া ও নিরাপদ পরিবেশ। বহুভাষিক শিক্ষণ-পদ্ধতি (Multilingual Pedagogy) তাই শিশুদের ভাষাজ্ঞানকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে; এটি তাদের মাতৃভাষা, আঞ্চলিক ভাষা এবং ধীরে ধীরে রাষ্ট্রভাষা/ইংরেজি-সবকিছুর সঙ্গে স্বাভাবিক সেতুবন্ধন গড়ে তোলে।

এ ধরনের ভাষানীতি বিদ্যালয়ত্যাগের হার কমায়, কারণ ভাষাগত ভীতি দূর হয়। শিশু শেখার আনন্দ উপভোগ করে, শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণ বাড়ে, এবং ধাপে ধাপে বহু ভাষা শেখার সক্ষমতা তৈরি হয়—যা ভবিষ্যতের কর্মজীবন ও উচ্চশিক্ষায় দারুণ সহায়ক। ভাষার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পরিচয় অটুট থাকে, আর বিদ্যালয় হয়ে ওঠে শিশু-কেন্দ্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক শিক্ষার ক্ষেত্র।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের আধুনিকায়ন: পরিবর্তনের কেন্দ্রে শিক্ষক

নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP-2020) প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষককে কেবল একটি পাঠদাতা হিসেবে নয়, বরং পুরো শিক্ষাজীবনের মান নির্ধারণকারী কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছে। যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থার স্থায়িত্ব, গুণগত মান এবং শিশুদের সামগ্রিক বিকাশ মূলত শিক্ষকের সক্ষমতা, দক্ষতা এবং নৈতিকতার উপর নির্ভর করে। এই চিরন্তন সত্যকে নীতিটি শুধু স্বীকারই করেনি, বরং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ, নিয়োগ, মূল্যায়ন এবং পেশাগত বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা এখন এমন এক শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল, যিনি শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষণ, গবেষণামূলক মনোভাব, প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষা, এবং বহুভাষিক শিক্ষণ-পদ্ধতিতে দক্ষ, এবং প্রতিটি শিশুর সক্ষমতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার পরিবেশ সাজাতে সক্ষম। শিক্ষকের এই বহুমাত্রিক ভূমিকা শিশুদের কেবল জ্ঞানী নয়, সমৃদ্ধ মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করে।

NEP-2020 শিক্ষক শিক্ষার দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধানের জন্য বহুমুখী সংস্কারের পথ দেখিয়েছে। চার বছরের সমন্বিত B.Ed কোর্স শিক্ষার্থীদের বিষয়-জ্ঞান, শিশুর মনস্তত্ত্ব, শিক্ষণ-দক্ষতা, প্রযুক্তি ব্যবহার এবং গবেষণার সক্ষমতা সমৃদ্ধ করতে সক্ষম। কার্যভিত্তিক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীকে বাস্তব শ্রেণিকক্ষের জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি দেয়। শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের আত্মসমালোচনা, পেশাগত দায়িত্ববোধ এবং ধারাবাহিক দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক। একই সঙ্গে প্রযুক্তি-নির্ভর প্রশিক্ষণ ICT, অনলাইন রিসোর্স, ভার্চুয়াল পর্যবেক্ষণ এবং ডেমো ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষককে ডিজিটাল শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে।

শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা, জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিলের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করে শিক্ষকতার গুণগত মান বজায় রাখা হয়েছে। নীতিটি শিক্ষকদের কেবল পাঠদাতা নয়, শিক্ষার সহযাত্রী, অনুসন্ধান-উদ্দীপক, শিশু বিকাশের সহায়ক, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির সংযোগকারী এবং সমাজ পরিবর্তনের নেতা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়ন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির, বৈষম্য হ্রাসের এবং প্রতিটি শিশুকে সমানভাবে শেখার সুযোগ প্রদানের অপরিহার্য ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন শিক্ষাকে আনন্দদায়ক, কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিটি শিশুর জন্য সমানভাবে উপযোগী করে তুলতে সহায়ক।

NEP-2020 শিক্ষককে কেবল শিক্ষকের ভূমিকা থেকে উন্নীত করে একটি বহুমাত্রিক নেতৃত্বে রূপান্তরিত করছে—যেখানে শিক্ষক একই সঙ্গে পেশাদার, প্রযুক্তিনির্ভর, শিশু-কেন্দ্রিক, সংস্কৃতি-সম্মত এবং সমাজ পরিবর্তনের উপযোগী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিকশিত হয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং একটি সার্বিক মানবিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষণ

অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়, যা শিশুদের সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করে এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যত দৃঢ় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা: সমতা ও ন্যায়ের লক্ষ্য

NEP–2020 প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে, যা শুধু শিক্ষার প্রসার নয়, বরং সামাজিক ন্যায়, সমতা এবং মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করাও লক্ষ্য রাখে। নীতিতে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে যে শিক্ষার সুযোগ সকল শিশুর জন্য সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, তফসিলি জাতি-জনজাতি, মেয়েশিশু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশু, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং অর্থ–সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা শিশুদের ক্ষেত্রে। এ ধরনের শিশুদের জন্য শুধু শিক্ষার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং শিক্ষক সমর্থন নয়, বরং পরিবেশগত ও নৈতিক সমর্থনও অপরিহার্য।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নীতিটি বিভিন্ন বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয় ভিত্তিক সহায়ক কার্যক্রম, অনলাইন ও অফলাইন শিক্ষার সংমিশ্রণ, বিশেষ শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ, এবং পরিবার ও সম্প্রদায়কে শিক্ষায় সম্পৃক্ত করার কৌশল। বিশেষভাবে সংখ্যালঘু ও তফসিলি জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে, যা শিক্ষাকে সহজলভ্য, বোধগম্য ও আনন্দময় করে তোলে।

এছাড়া প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে উপযোগী পাঠক্রম, সহায়ক প্রযুক্তি এবং সমন্বিত শিক্ষাকৌশল প্রবর্তনের মাধ্যমে তারা শিক্ষার মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্ত হয়। মেয়েশিশুদের শিক্ষায় বাধ্যতামূলক উপস্থিতি, নিরাপদ পরিবেশ এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল শিক্ষণ-নীতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিদ্যালয় তাদের জন্য সমতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, NEP–2020 কেবল শিক্ষার সুযোগ বাড়াচ্ছে না, বরং তা শিক্ষাকে মানবিক, ন্যায়পরায়ণ এবং সমন্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাথমিক শিক্ষাকে সামাজিক এবং নৈতিক দায়িত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে, যা সমতা, সাম্য এবং সুযোগের ন্যায় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

নতুন শিক্ষানীতি ২০২০–এর (NEP–2020) প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি নজরদারি প্রমাণ করে যে, যদিও কিছু চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গেছে—যেমন প্রান্তিক অঞ্চলের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, অভিজ্ঞ শিক্ষক সংকট এবং প্রযুক্তিগত সংযোগের ঘাটতি—তবু শিক্ষার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। নীতির দৃষ্টিভঙ্গি শিশু–কেন্দ্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দক্ষতা–ভিত্তিক, যা প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে আগামী প্রজন্মের জন্য শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে রূপান্তরিত করছে।

প্রথমত, দক্ষতা–নির্ভর ভবিষ্যত সমাজের লক্ষ্য অর্জনে নীতি শিশুদের সৃজনশীলতা, কল্পনা–শক্তি এবং গণনাদক্ষতা বৃদ্ধিতে জোর দেয়। খেলা–ভিত্তিক, কার্যভিত্তিক ও অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুরা কেবল পাঠ্যবস্তুর জ্ঞান অর্জন করবে না, বরং যৌক্তিক চিন্তাভাবনা, সমস্যা–সমাধান ক্ষমতা ও আত্মনির্ভরশীলতা বিকাশ করবে।

দ্বিতীয়ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, তফসিলি জাতি-জনজাতি, সংখ্যালঘু ও মেয়েশিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সমানভাবে নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতপাত বা অর্থনৈতিক বৈষম্যহীন পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় শিশুদের ভবিষ্যৎ কর্মজগতের জন্য প্রস্তুত করবে। ICT, ডিজিটাল ল্যাব, অনলাইন রিসোর্স এবং ব্লেন্ডেড লার্নিং–এর মাধ্যমে শিশুরা আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করবে।

অবশেষে, শিক্ষার সার্বিক আধুনিকীকরণ প্রাথমিক শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলবে। পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ-পদ্ধতি, মূল্যায়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ–সবই আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডে মান্য করা হবে। ফলে NEP–2020 কেবল শিক্ষার প্রসার নয়, বরং ভবিষ্যতের দক্ষ, ন্যায়পরায়ণ এবং প্রযুক্তিসম্পন্ন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করছে।

উপসংহার

নতুন শিক্ষানীতি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব রূপান্তরের দিগন্ত উন্মোচন করেছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, বহুভাষিকতা, প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষতা-ভিত্তিক পাঠক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণের উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি—এই সব মিলিয়ে ভারত প্রাথমিক শিক্ষায় নতুন যুগে প্রবেশ করতে চলেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলতে NEP-2020 একটি সুসংহত, বৈজ্ঞানিক এবং মানবিক পথনির্দেশনা প্রদান করেছে। বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা গেলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল ও স্থায়ী হবে।

রেফারেন্স

- ভারত সরকার। (2020)। *নতুন শিক্ষানীতি ২০২০: একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ.* শিক্ষা মন্ত্রক, ভারত।
- চৌধুরী, র. (2021)। *প্রাথমিক শিক্ষায় NEP-2020-এর প্রভাব: নীতি থেকে বাস্তবায়ন.* কলকাতা: শিক্ষাবিদ প্রকাশন।
- সরকার, স. (2022)। *শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় নতুন দিগন্ত: NEP-2020-এর প্রেক্ষাপট.* ভাস্কর প্রকাশন, কলকাতা।
- মৈত্র, প. (2021)। *ভাষা ও বহুভাষিক শিক্ষণ: NEP-2020-এর দিকনির্দেশনা.* ভারতীয় শিক্ষা পর্যালোচনা, 15(3), 45-62।
- নায়েক, ডি. (2020)। *শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও প্রাথমিক শিক্ষা: NEP-2020-এর পুনর্গঠন.* চট্টগ্রাম: শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র।
- বসু, এ. (2021)। *প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বাস্তবায়ন.* কলকাতা: ন্যাশনাল পাবলিকেশন।
- সেন, ক. (2022)। *প্রাথমিক শিক্ষার আধুনিকায়ন ও শিক্ষানীতি ২০২০.* ভাস্কর প্রকাশন।
- ভারত সরকার। (2021)। *প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নীতি ও নির্দেশিকা: NEP-2020 বাস্তবায়ন হাতিয়ার.* শিক্ষা মন্ত্রক।
- দাস, জ. (2021)। *NEP-2020-এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জ.* শিক্ষা পর্যালোচনা জার্নাল, 18(2), 77-95।
- রায়, এম. (2022)। *নতুন শিক্ষানীতি ও প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্য হ্রাসের সম্ভাবনা.* কলকাতা: শিক্ষাবিদ প্রকাশন।

Citation: **Mahato. V.,** (2025) "নতুন শিক্ষানীতি ও প্রাথমিক শিক্ষা: পরিবর্তনের দিগন্ত", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-01, January-2025.